ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -২০৫

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ২০১৮

আম্বেদকরের স্বপ্ন-আদর্শ ও দিশাকে অনুসরণ করে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের স্বপ্ন, আদর্শ ও দিশাকে অনুসরণ করে সমাজের জন্য কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আম্বেদকর চেয়েছিলেন, ছোট-বড় বা উঁচু-নীচুর মধ্যে কোন বিভেদ না রেখে সবার উন্নয়ন ঘটানো। আজ সকালে ও এন জি সি কমপ্লেক্স-এ ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৭তম জন্ম বর্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এই কথাগুলি বলেন। শুরুতে তিনি ও এন জি সি প্রাঙ্গণে ড. বি আর আম্বেদকরের নবনির্মিত ৭ ফুট উচ্চ পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তিরও আবরণ উন্মোচন করেন। ও এন জি সি'র অল ইন্ডিয়া এস সি/ এস টি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, আগরতলা শাখা ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা এবং দু:স্থ ব্যক্তিদের কম্পিউটার, বাদ্যযন্ত্র, ক্রীড়া সামগ্রী, রিক্সা, বাইসাইকেল সহ বিভিন্ন সামগ্রীও বিতরণ করা হয়। এছাড়া, বিগত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী এবং মেধাবী ৬ জন ছাত্র ছাত্রীকে পুরস্কৃতও করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে উল্লিখিত সামগ্রীগুলি তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে বলেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর হলেন ১২৬ কোটি মানুষের এই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নায়ক। তাঁর দেখানো পথে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আম্বেদকরের আদর্শ অনুসরণ করেই 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর কথা ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, আম্বেদকরের মতো নিজ দেশের মহাপুরুষদের আদর্শকে তুলে ধরা উচিত। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরকারে এসে ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়ায় ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এর ফলে সর্বত্র তাঁর আদর্শের বার্তা পৌঁছেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশু বয়স থেকেই আম্বেদকর জাতপাতের শিকার হয়েছেন।

**২য় পাতায়

ঐ সময় দেশের লাখো শিশু ও ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার হতো। কিন্তু ঐ সময়ও তাঁর স্কুলের এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক ছিলেন, যিনি আম্বেদকরকে ডেকে এক সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করতেন, আম্বেদকরকে পড়াশুনার জন্য আর্থিক ভাবেও সহায়তা করতেন। সেই বিষয়টাও লক্ষ্য করার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দৃঢ় মানসিকতা থাকলে যে কোন ব্যক্তি কাজে সফল হবেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়ে এই এলাকার উন্নয়নে যে উদ্যোগ নিয়েছেন এর উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার আগামী ৩ বছরে ত্রিপুরাকে দিশা দেখাবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে অনেক সম্পদ রয়েছে। এছাড়া আছে ছবিমুড়া, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ও ঊনকোটির মতো উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান। তিনি ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রকে বিশ্বের অনেক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র থেকে কোন অংশেই কম নয় বলেও উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জনগণের সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। এই ক্ষেত্রে মানুষের কাছে পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো বিষয়গুলি পৌঁছে দেয়া প্রতিটি সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। বর্তমান সরকার এই সব পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও এন জি সি'র আগরতলা এলাকার একটিভিটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক দিলীপ সরকার এবং অল ইন্ডিয়া এস সি/ এস টি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি পি আর মিলি (শিব সাগর)। ও এন জি সি'র ত্রিপুরা এসেটের এসেট ম্যানেজার গৌতম কুমার সিংহ রায়ও অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন ও এন জি সি'র অল ইন্ডিয়া এস সি/ এস টি এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের আগরতলা শাখার চেয়ারম্যান মানিকলাল দাস। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে ও এন জি সি'র পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেয়া হয়।

****